রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ২৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১৮, ২০২০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৫৩—৩৬৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৫৯—৩৮৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৫৩—৩৬৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মাঘ ১৪২৬/২০ জানুয়ারি ২০২০

নং **০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০১.২০১৭-৩২**—জনাব আহসান আবদুল্লাহ (পরিচিতি নং-৭৩৩২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন Bangladesh Economic Growth Program (BEGP) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) হিসেবে ২৮-১২-২০১৪ হতে ১১-০৭-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত কর্মকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা উপক্ষো করে প্রকল্প তহবিল হতে সম্মানী হিসেবে ১৩,৫৪,৫০০/- (তের লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা গ্রহণ করেন। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ভিন্ন সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রণালয়কে অবহিত না রেখে নির্ধারিত সময়ের পরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে সরকারের ৩৯,৩৬,৩৯২/- (উনচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত বিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করেন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১৭টি প্রশিক্ষণ সেশনের মাধ্যমে ৮৫,০০০/- (পঁচাশি হাজার) টাকার আর্থিক ক্ষতি করেন। তিনি প্রকল্পের RFQ আহ্বানের মাধ্যমে কার্যাদেশ দেওয়ার পর একই কাজের জন্য RFQ ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ৩,৬৮,৫২০/- (তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা ব্যয় করে সরকারি অর্থের অপচয় করেছেন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অগোচরে অসৎ উদ্দেশ্যে বেসরকারি Standard Bank Ltd.-এ প্রকল্প পরিচালকের নামে হিসাব খুলে অগ্রণী ব্যাংকে প্রকল্পের হিসাব থেকে অননুমোদিতভাবে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন। এ সকল অভিযোগের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগে গত ৩০-০৩-২০১৭ তারিখে ০৫.১৮০.২৭.০২.০০. ০০১.২০১৭-১৬৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০২। যেহেতু, জনাব আহসান আবদুল্লাহ এনডিসি গত ১৯-০৪-২০১৭ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সঠিক নয় উল্লেখ করে অভিযোগ হতে অব্যাহতি ও ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। গত ০৪-০৬-২০১৭ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আহসান আবদুল্লাহ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের মত পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় জনাব মোঃ রকিব হোসেন এনডিসি (পরিচিতি নং-৪০১২), অতিরিক্ত সচিব (সিপিটি অনুবিভাগ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রকিব হোসেন এনডিসি, গত ১৩-০৯-২০১৭ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে প্রদত্ত অভিমতে উল্লেখ করেন যে, জনাব আহসান আবদুল্লাহ কর্তৃক সর্বমোট (১৩,৫৪,৫০০+৩৯,৩৬,৩৯২+৮৫,০০০+৩,৬৮,৫২০)=৫৭,৪৪,৪১২/- (সাতান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত বার) টাকা সরকারি আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উক্ত ক্ষতির অর্থ বিএসআর-১ম খণ্ডের ২৪৭ বিধি অনুযায়ী তাঁর পেনশনজনিত আনুতোষিক হতে আদায় যোগ্য;

০৪। যেহেতু, উক্ত সরকারি আর্থিক ক্ষতি ৫৭,৪৪,৪১২/- (সাতান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত বার) টাকা বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস-১ম খণ্ডের ২৪৭ বিধি অনুযায়ী জনাব আহসান আবদুল্লাহ-এর পেনশনজনিত আনুতোষিক হতে আদায়ের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ নির্দেশনা চাওয়া হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অভিযুক্ত কর্মকর্তার পেনশন ও আনুতোষিক হতে সরকারি ক্ষতি ৫৭,৪৪,৪১২/- টাকা আদায় করার সদয় আদেশ প্রদান করেন; এবং

০৫। সেহেতু, জনাব আহসান আবদুল্লাহ (পরিচিতি নং-৭৩৩২), প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), Bangladesh Economic Growth Program (BEGP) শীর্ষক প্রকল্প, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় এবং তাঁর কাজের মাধ্যমে সংঘটিত সরকারি আর্থিক ক্ষতির (১৩,৫৪,৫০০+৩৯,৩৬,৩৯২+৮৫,০০০+৩,৬৮,৫২০)=৫৭,৪৪,৪১২/- (সাতান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত বার) টাকা বিএসআর-১ম খণ্ডের ২৪৭ বিধি অনুযায়ী তাঁর পেনশনজনিত প্রাপ্য অর্থ হতে কর্তন করার আদেশ প্রদান করা হল এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল। উক্ত কর্তনকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি খাতে জমা প্রদান এবং বিধি মোতাবেক উক্ত কর্তনকৃত টাকা বাদে তাঁর প্রাপ্য অবশিষ্ট পেনশনের অর্থ এবং পেনশন জনিত অন্যান্য আনুতোষিক পরিশোধ করা হোক।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

মাঠ প্রশাসন-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ২০ মাঘ ১৪২৬/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৯.৯৯.০০৩.২০-৩৬—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডরের ২৭তম ব্যাচের সদস্য জনাব মোঃ শফিউল্লাহ (১৬১১৯), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), গাজীপুর ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বুধবার ভোর ০৪.৩৫ টায় হৃদরোগে (Brought Death) আক্রান্ত হয়ে শহীদ তাজউদ্দিন আহম্মেদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গাজীপুর-এ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

০২। মরহুম মোঃ শফিউল্লাহ ০১ নভেম্বর ১৯৭৭ তারিখ পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০২ জুলাই ২০০৫ তারিখ বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০ নভেম্বর ২০০৮ তারিখ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারি কমিশনার পদে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি গাজীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। মরহুম মোঃ শফিউল্লাহ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মোঃ শফিউল্লাহ এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ মাঘ ১৪২৬/২৮ জানুয়ারি ২০২০

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.১৫-৫৮**—যেহেতু, জনাব আরিফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬০৯৬), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি-এর বিরুদ্ধে গত ২৭-০২-২০১৪ খ্রি: তারিখে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজিবি সদস্যদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল দায়িত্ব পালনকালে তাঁর সাথে থাকা বিজিবি সদস্যদের সঠিক সময়ে সঠিক নির্দেশনা দিতে এবং তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া ও এ ক্ষেত্রে অদক্ষতার পরিচয় দেয়া, আইনের চেয়ে আবেগ দ্বারা বেশি তাড়িত হওয়া, চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জনাব সরদার নিয়ামত হোসেনকে বিজিবির গাড়িতে আটক রাখা এবং তাঁকে নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তথা পুলিশের জিম্মায় দিতে বিলম্ব করা, বিজিবির গাড়িতে তাঁকে অবমাননাকর অবস্থায় রাখা (যা জনগণের মধ্য আরও উত্তেজনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে) ইত্যাদি অভিযোগ সংবলিত একটি পত্র বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-১ শাখা হতে পাওয়া যায়;

০২। যেহেতু উক্ত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ০৮-০৩-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.১৫-১২৭ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি ০২-০৪-২০১৫ তারিখে লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ (৫৭৮৫), উপসচিব (সিপি) বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব, মুদ্রণ ও পরিবহন অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক ৩০-১২-২০১৯ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর অভিমত অংশে উল্লেখ করেছেন যে, "সরকার পক্ষ এবং অভিযুক্ত পক্ষে সমুদয় সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিমতে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা শুরু করে পরবর্তীকালে সংশোধিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর আওতায় সংশ্লিষ্ট বিধিমতে পরিচালনা করে জনাব আরিফুল ইসলাম (১৬০৯৬), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), বাগেরহাট এর বিরুদ্ধে আনীত ৩(খ) নং বিধিমতে উল্লিখিত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি।" তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য;

০৫। যেহেতু, জনাব আরিফুল ইসলাম (১৬০৯৬)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ)' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার বিধি ৭(৮) মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৩ মাঘ ১৪২৬/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৮.৭১**—যেহেতু, বেগম রীনা রানী সাহা (পরিচিতি নং-১১২৬৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, ক্যাডার বহির্ভূত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে ১২-০৬-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১২২.০০.০১৮.১৩-২০৫ নং স্মারকমূলে ১০-০৬-২০১৩ তারিখ হতে ৩১-০৮-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ২ মাস ২৩ দিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অধিশাখা হতে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু উক্ত ছুটি ভোগ শেষে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন না করে বিনা অনুমতিতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ০৩ (তিন) বছর ৮ (আট) মাস ১৭ (সতের) দিন বিদেশে অবস্থান করেন এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিদেশে অবস্থান করায় এবং বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখা হতে অনুরোধ করা হয়;

০২। যেহেতু, উক্ত অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১০-০৯-২০১৮ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৮-৩৩১ নং স্মারকের মাধ্যমে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করলেও ব্যক্তিগত শুনানিতে আগ্রহী নন মর্মে জানান;

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম (১৫৩৮৩), উপসচিব, গাড়িসেবা শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে বেগম রীনা রানী সাহা (১১২৬৪) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে দোষী মর্মে মতামত প্রকাশ করেন;

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় ও প্রমাণিত অপরাধের গুরুত্ব ইত্যাদি সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক শৃঙ্খলা-২ শাখার ২৪-০৯-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৮.৫০১ নং স্মারকের মাধ্যমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদানপূর্বক তাঁর স্থায়ী ঠিকানা, ব্যক্তিগত ই-মেইল ও অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখা হতে প্রাপ্ত ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব পাওয়া যায় নি। ফলে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়;

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক বেগম রীনা রানী সাহা (১১২৬৪)-এর উপর প্রস্তাবিত "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়-কে পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ করা হয়;

০৬। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক বেগম রীনা রানী সাহা (১১২৬৪) এর বিরুদ্ধে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

০৭। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্বসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তিনি একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

০৮। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম রীনা রানী সাহা (পরিচিতি নং-১১২৬৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, ক্যাডার বহির্ভূত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী

(শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ৩০ মাঘ ১৪২৬/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৮.১৮.৮৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ সোয়াইব সিকদার (পরিচিতি নং-১৬৩৮১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, শিক্ষা ছুটিতে), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় "Strengthening Government Through Capacity Development fot the BCS Cadre Officials" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় University of Manitoba, Canada-তে Masters in Natural Resources Management বিষয়ে মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ০১-০৯-২০১৪ হতে ৩১-০৮-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) বছরের জন্য প্রেষণ ভোগ করেন। পরবর্তীতে বর্ণিত কোর্স শেষ হলেও থিসিস শেষ করতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সময় লাগবে উল্লেখ করে তিনি কানাডায় অবস্থান করে সময়ের আবেদন করেন। উক্ত আবেদন বিবেচনা করে তাঁকে ০১-০৯-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অধ্যয়নছুটি (অর্ধগড় বেতনে) মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু উক্ত কোর্স শেষে অদ্যাবধি তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেননি। তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ৩১-১২-২০১৭ তারিখ থেকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখা হতে অনুরোধ জানানো হয়;

০২। যেহেতু, উক্ত অপরাধে জনাব মোঃ সোয়াইব সিকদার (পরিচিতি নং-১৬৩৮১), এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তাঁর পি.ডি.এস এ উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা ও ব্যক্তিগত ই-মেইলে (sowayib@yahoo.com) প্রেরণ করা হলেও তিনি কোন জবাব দাখিল করেননি;

০৩। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৩) বিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ মায়সুর মাহমুদ চৌধুরী (৭৭৭৮), উপসচিব, বাজেট ও পরিবীক্ষণ অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ সোয়াইব সিকদার (১৬৩৮১)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩) বিধি অনুযায়ী "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের পূর্বে ০৬-১০-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৮.১৮.৫২০ নং স্মারকের মাধ্যমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। জারীকৃত নোটিশ তাঁর স্থায়ী ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত ই-মেইলে প্রেরণ করা হলেও পূর্বের ন্যায় এবারও এর কোন জবাব পাওয়া যায়নি;

০৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল থাকায় গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে একই বিধিমালার ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬ নং প্রবিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২৮-১১-২০১৯ তারিখের ৮০.১১০.০৩৪.০০.০০.০০৬.২০১৯-২৫১ নং স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

০৬। যেহেতু, জনাব মোঃ সোয়াইব সিকদার (পরিচিতি নং-১৬৩৮১), এর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিধায় Rules of Business এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের Rules-7 এবং Schedule-IV এর ক্রমিক ১৭ অনুযায়ী এ বিভাগীয় মামলায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের নিমিত্তে ৪(৬) বিধি মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন/সম্মতি প্রদান করেন।

০৭। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী জনাব মোঃ সায়াইব সিকদার (পরিচিতি নং-১৬৩৮১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, শিক্ষা ছুটিতে), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
নগদ ও প্রচ্ছন্ন দায় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ ফাল্গুন ১৪২৬/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **০৭.০০.০০০০.১৩৮.০২.০৫৯.২০২০-২৮**—"স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ০৪ নং আইন)" এর ধারা ৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্বায়ত্তশাসিত,

আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ নিরূপণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা, অর্থ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্মসচিব, বাজেট ১, অর্থ বিভাগ

(৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ

সদস্য-সচিব

(৪) উপসচিব, নগদ ও প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) কমিটি আইনের তফসিলে বর্ণিত সংস্থাসমূহের বিগত ৫ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও হালনাগাদ ব্যাংক হিসাব বিবরণী এবং সংস্থাভিত্তিক চলমান ও পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা সংগ্রহপূর্বক বছরভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করবে;

(২) তফসিলভুক্ত সংস্থাসমূহের পেনশন ও ভবিষ্য তহবিলের হিসাব সংগ্রহ করবে; এবং

(৩) তফসিলভুক্ত সংস্থাসমূহের তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাবসহ সংস্থাভিত্তিক তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

২। কমিটি সংস্থাভিত্তিক প্রতিবেদন অর্থসচিব বরাবর উপস্থাপন করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফিরোজ আহমেদ
উপসচিব।

ঋণ ব্যবস্থাপনা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ মাঘ ১৪২৬/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **০৭.০০.০০০০.১৩৬.৬৭.০৫০.২০-৩১**—সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের শেয়ার পুজিবাজারে হস্তান্তর (off load) কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। অতিরিক্ত সচিব, ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।

সদস্যবৃন্দ

২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (মহাপরিচালক পদমর্যাদার)।

৩। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর একজন মনোনীত সদস্য।

৪। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার)।

৫। বিদ্যুৎ বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার)।

৬। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার)।

সদস্য-সচিব

৭। উপসচিব, ঋণ ব্যবস্থাপনা-১, অর্থ বিভাগ

কমিটির কার্যপরিধি :

১। সংশ্লিষ্ট কোম্পানীসমূহ পুঁজিবাজারে নিয়ে আসার লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের নিবিড় তদারকি;

২। গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির পাক্ষিক পর্যালোচনা; এবং

৩। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে নিয়মিত অগ্রগতি অবহিতকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রুহুল আমিন
উপসচিব।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ ফাল্গুন, ১৪২৬ ব./১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.

নং **০৯.০০.০০০০.০৭৩.০২.০০৬.১৭-৬৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, এর বিরুদ্ধে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা মোবারক হোসেন, গ্রাম : সুন্দরবন, পো: রামডুবীর হাট, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, জেলা : দিনাজপুর 'চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা আত্মসাৎ' শিরোনামে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। উক্ত অভিযোগ অনুযায়ী, অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাকুরী দেয়ার জন্য জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা উক্ত অর্থ গ্রহণ করেন। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫'-এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি'র অভিযোগে অভিযুক্ত করে জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৪ রুজু করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-র বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫'-এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী অভিযুক্ত করে কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক 'চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)' বা অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না মর্মে গত ২৯-০৪-২০১৪ তারিখে অভিযোগনামা এবং অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যবিদবসের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হলে জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা গত ১৪-০৫-২০১৪ তারিখে জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে চলমান ০১/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলায় তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জনাব মীর্জা মোহাম্মদ আলী রেজা, সিনিয়র সহকারী

সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (বর্তমানে উপসচিব)-কে 'তদন্ত কর্মকর্তা' নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৬-১০-২০১৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও দুর্নীতি'র অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত কার্যক্রমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫' এর বিধি ৪(৩) (সি)-এর পরিবর্তে বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না তৎমর্মে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য গত ১৩-১১-২০১৪ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়।

যেহেতু, বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০১৪ চলমান থাকায় বৈদেশিক মিশনে পদায়নের জন্য বিবেচিত না হওয়ায় জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম এ বিভাগে Demand of Justice Notice প্রেরণ করেন এবং উক্ত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক আদেশে তাকে ২৭-১০-২০১৪ তারিখে 'সাময়িক বরখাস্ত' করা হয়। 'সাময়িক বরখাস্ত' আদেশের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট ১০৪৯৭/২০১৪ নং মোকাদ্দমা দায়ের করেন এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম-এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ স্থগিত করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ এ বিভাগে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়;

যেহেতু, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ০১/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে রীট নং ১০৪৯৭/২০১৪ চলমান থাকায় উক্ত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের (নং-৬৯, তারিখ : ২৫-০৫-২০১৫) পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগ হতে মতামত চাওয়া হয়। আইন ও বিচার বিভাগ রীট মোকাদ্দমা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে না মর্মে মতামত প্রদান করেছে এবং উক্ত মতামত অনুযায়ী তৎকালীন সময়ে ০১/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়নি;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা রীট মোকাদ্দমা নং-১০৪৯৭/২০১৪ প্রত্যাহার করেছেন বিধায় চলমান ০১/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিতে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান না থাকায় এবং জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২য় শ্রেণির পদমর্যাদার হওয়ায় 'Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979'-এর প্রবিধান (৬) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ শাহারুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫'-এর ৪(৩) (বি) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

০২। তিনি বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

০৩। তার নিকট সরকারের প্রাপ্য পাওনাদি (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসরণক্রমে তিনি পরিশোধ করবেন/বিমোচনপত্র গ্রহণ করবে।

০৪। এ আদেশ জনস্বার্থে এবং জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনোয়ার আহমেদ
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ১৩ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৭ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এন-৬১/২০১৯-১২**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে টাংগাইল জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব শরীফুল ইসলাম, পিতা-মৃত সোমেশ উদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইলো :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস, মোহাম্মদ আলী
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৭ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.২৭.০০৬.১৯-৩৫**—কুষ্টিয়া জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার, জনাব সুব্রত কুমার সিংহ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় বিগত ০৭-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আটক থাকায়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী তাকে আটকের তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১২৫.১১.০০১.১৮-১১৭**—জনাব মোহাম্মদ মিজানুল হক, সহকারী জজ, সিলেট এর বিরুদ্ধে ৩টি ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন থাকায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শের আলোকে তাঁকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো এবং বর্তমান কর্মস্থল হতে প্রত্যাহারপূর্বক এ বিভাগে সংযুক্ত করা হলো।

(২) সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি খোরাকী ভাতা ও আনুষঙ্গিক ভাতাদি বিধি মোতাবেক প্রাপ্ত হবেন।

(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০১৬.১৯-৩৮**—যেহেতু, বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশেক পারভেজ (পরিচিতি নং-২০৪৭), অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ (প্রাক্তন উপজেলা কৃষি অফিসার সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" অভিযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গত ১৪ মে ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০১৬.১৯.১৩৬ সংখ্যক স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১১/২০১৯) রুজুকরতঃ অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করলে গত ২২ জুলাই ২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়নি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশেক পারভেজ (পরিচিতি নং-২০৪৭), অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ (প্রাক্তন উপজেলা কৃষি অফিসার সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১১/২০১৯) হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং **১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০১৮.১৯-৩৯**—যেহেতু, বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব সাবিহা আফরোজ চৈতী (পরিচিতি নং-২৯৫১), উদ্যানতত্ত্ববিদ, আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" অভিযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গত ১৪ মে ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০১৮.১৯.১৪২ সংখ্যক স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১৩/২০১৯) রুজুকরতঃ অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করলে গত ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব সাবিহা আফরোজ চৈতী (পরিচিতি নং-২৯৫১), উদ্যানতত্ত্ববিদ, আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১৩/২০১৯ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাসিরুজ্জামান
সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গা:/১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ

নং **২৭.০০.০০০০.০৪২.১২.০০১.১৭-৯০**—পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) সদস্য (উৎপাদন) (চলতি দায়িত্ব) জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেনকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা ইয়াসমিন
উপসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ

নং **৩২.০০.০০০০.০৩৭.৩১.০২৪.১৬-২৫**—মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০-১১-২০১৬ তারিখের ৩২.০০.০০০০.০৩৭.৩১.০২৪.১৬-২৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত নির্যাতিত, দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল পরিচালনা নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী গঠিত বোর্ড অব ট্রাষ্টি নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সহ-সভাপতি

২। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা।

৫। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)

৬। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)

৭। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)।

৮। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)।

৯। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)।

১০। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)।

১১। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

১২। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

১৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা।

১৪। বেগম রওশন জাহান সাথী, ১৪০ লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।

১৫। বেগম হোসনে আরা সিদ্দিকি জুলি, সাবেক কাউন্সিলর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (ঠিকানা-গ্রাম-কুদাব, ডাকঘর-পুবাইল, থানা-পুবাইল, জেলা-গাজীপুর।

১৬। বেগম সেলিনা খালেক, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ৪ নং নাটক স্মরণী, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

১৭। বেগম নাসিমা আক্তার জলি, সেক্রেটারী, কন্যাশিশু এডভোকেসী ফোরাম বাড়ী নম্বর-২/২, লেভেল-৪, হেরাল্ডিক হাইটস, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

১৮। বেগম ওয়াহিদা বানু, নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ, ১৪/৩/এ, স্বরনালী গার্ডেন, বাইশটেকি, মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬।

১৯। জনাব আব্দুল মতিন ভূঁইয়া, সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ইব্রাহীম ম্যানশন, ১১ পুরানা পল্টন, রুম নং-৪০৩, ঢাকা-১০০০।

সদস্য-সচিব

২০। উপসচিব (সেল), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিনা ফেরদৌস
উপসচিব (সেল)।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরি-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ মাঘ ১৪২৬ ব./১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.

নং **৩৬.০০.০০০০.০৮৪.১৪.০০৫.১৩/৭৭**—বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিইটিপির কনস্ট্রাকশন, প্রসেস ও প্যারামিটার এবং ইলেকট্রো মেকানিক্যাল বিষয়ের পারফরমেন্স টেস্ট নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১। চেয়ারম্যান, বিসিক

সদস্যবৃন্দ

২। যুগ্ম-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়

৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর পক্ষে পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৪। সভাপতি, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন (বিটিএ)

৫। সভাপতি, বাংলাদেশ ফিনিসড লেদার, লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএলএলএফইএ)।

৬। টীম লিডার, বিআরটিসি, বুয়েট

৭। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্প।

সদস্য-সচিব

৮। পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন), বিসিক।

কমিটির কার্য-পরিধি :

(ক) কমিটি আগামী ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে সিইটিপির কনস্ট্রাকশন, প্রসেস ও প্যারামিটার এবং ইলেকট্রো মেকানিক্যাল বিষয়ের পারফরমেন্স টেস্ট নিশ্চিতকরণ-পূর্বক একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর দাখিল করবে; এবং

(খ) কমিটি প্রয়োজনে কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফররুখ আহম্মদ
উপ-প্রধান (চ.দা.)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ ফাল্গুন ১৪২৬/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০৬.১৯.০৮**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ এহসান শাহ (বিপি নং-৭৪০৫১০০৯৯৮), উপ-পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা এর বিরুদ্ধে গত ১৫-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ০৯টি ওয়ার্ডের সর্বমোট ১০২টি ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা তদারকি অফিসারের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় ভোট গ্রহণ চলাকালীন ২৪ নং ওয়ার্ডের ২০২ নং ইকবাল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, লবণচরা থানাধীন ৩১ নং ওয়ার্ডের ২৭৭ নং লবণচরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৭৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয় কেন্দ্র ৩ (তিন) টিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার বিষয়ে অবগত হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোন মোবাইল টিম বা স্ট্রাইকিং ডিউটিতে নিয়োজিত অফিসার/ফোর্স প্রেরণ না করা; তদারকি অফিসার হিসেবে তার নিয়ন্ত্রণাধীন ভোটকেন্দ্রসমূহে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের নির্বাচন সংক্রান্তে দিকনির্দেশনাসহ ব্রিফিং প্রদান না করা এবং ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোন আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ৫ ধারার নির্দেশনা অমান্য করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১১-১২-২০১৯ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৬.১৯-৫৮ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৯-১২-২০১৯ তারিখ উক্ত কারণ দর্শানো জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৬-০১-২০২০ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে (২০২টি ভোটকেন্দ্রের) দায়িত্ব পালনকালে ৩ টি কেন্দ্রে ভোটার বেশে দুস্কৃতিকারীরা বুথে প্রবেশ করে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রতিহত করে। তিনি ওয়াকিটকিতে ঐ ৩ টি কেন্দ্রে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল এবং স্টাইকিং ফোর্স প্রেরণ করেন। রির্টার্নিং অফিসার এসে কেন্দ্র ৩ টির ভোট গ্রহণ স্থগিত করেন। পরবর্তীতে যথারীতি গত ৩০-০৫-২০১৮ তারিখ ঐ তিনটি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরো জানান যে, নির্বাচনের পূর্বের দিন পুলিশ কমিশনার, খুলনা যথারীতি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কেন্দ্রীয়ভাবে ব্রিফিং প্রদান করেন। নির্বাচনের দিন তিনিও যথাযথভাবে সকাল ৮.০০ টা থেকে প্রতিটি কেন্দ্রে গিয়ে ব্রিফ করেন। ফলশ্রুতিতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন/২০১৮ (ঐ তিনটি কেন্দ্র বাদে) সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোন অসদাচরণ করেননি জানিয়ে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৫-০৫-২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন/২০১৮ উপলক্ষে খুলনা ও লবণচরা থানা এলাকার ৯টি ওয়ার্ডের ১০২টি ভোটকেন্দ্রের তদারকি অফিসার হিসেবে সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলাকালীন ২৪ নং ওয়ার্ডের ২০২ নং ইকবাল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে দুস্কৃতিকারী কর্তৃক বিশৃংখলা সৃষ্টির বিষয়টি তিনি বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে অবগত হন। অন্যদিকে লবণচরা থানাধীন ৩১ নং ওয়ার্ডের ২৭৭ নং লবণচরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ও ২৭৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয় কেন্দ্র দুটি'তে ভোট গ্রহণ চলাকালীন দুস্কৃতিকারীরা বুথে প্রবেশ করে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নিকট থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে জোরপূর্বক সীল মারা চেষ্টাকালে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশে উপস্থিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। পরবর্তীতে সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও পুলিশ কর্মকর্তাগণ কেন্দ্রে উপস্থিত হলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোট গ্রহণ স্থগিত করেন। এখানে তদারককারী কর্মকর্তা হিসেবে অভিযুক্ত কর্মকর্তার সরাসরি কর্তব্যে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার বিষয়টি প্রতিয়মান হয় না; তবে তার নিয়ন্ত্রণে থাকা পুলিশ সদস্যরা আরও সতর্ক থাকলে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানো যেত;

৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ এহসান শাহ (বিপি নং-৭৪০৫১০০৯৯৮), উপ-পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা-কে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে আরও সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০১.১৯.১৪**—যেহেতু, জনাব এস এম মহিউদ্দিন হায়দার, জেলার, বাগেরহাট জেলা কারাগার, বাগেরহাট এর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে কর্মকালে দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোঃ কামাল হোসেন, সিনিয়র জেল সুপার, যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারকে সভাপতি করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও দুর্নীতি'র অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০১৯ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০৫-০৫-২০১৯ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০১. ১৯-৭২ স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৫-০৬-২০১৯ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০-১০-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপন করেন জনাব সুরাইয়া আক্তার, সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (আইন), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও নথিতে রক্ষিত কাগজপত্রের আলোকে মামলার বিষয়ে আরো অগ্রসরের জন্য জনাব আবুল কালাম তালুকদার, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গত ৩১-১২-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব এস এম মহিউদ্দিন হায়দার, জেলার এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় জনাব এস এম মহিউদ্দিন হায়দার-এর কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক জনাব এস এম মহিউদ্দিন হায়দারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হল;

সেহেতু, জনাব এস এম মহিউদ্দিন হায়দার, জেলার, বাগেরহাট জেলা কারাগার, বাগেরহাট-কে উক্ত অপরাধের দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) এর (খ) উপবিধি মোতাবেক পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হল।

মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৩ ফাল্গুন ১৪২৬/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৩২.১৫-৪৩**—জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (বিপি নং-৭২০৬১০৯৮১২), সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, টিডিএস, মিলব্যারাক, ঢাকা-কে এ বিভাগের গত ২৭-০৪-২০১৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৩২.১৫-৩৭৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭৩ মোতাবেক এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

০২। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৭১.১৬.৪৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ শিবলী কায়সার, পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি এর সহকারী পুলিশ সুপার (ট্রেনিং) হিসেবে কর্মকালে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলার সময় নিয়মনীতি ভঙ্গ করে মাঝে মধ্যেই সিভিল পোশাকে প্যারেড মাঠের পার্শ্বে গিয়ে প্যারেড দেখা, নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা; পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি এর ক্যান্টিন ম্যানেজার এসআই/আবু তাহেরের নিকট হতে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ধার হিসেবে নিয়ে তা ফেরত না দেয়া; টিআরসি মেস ম্যানেজার নায়েক/আমীর আলীর নিকট হতে প্রতিমাসে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ঘুষ চাওয়া এবং গত ০৯-০৬-২০১৬ তারিখে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার অফিসে হাজির হয়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার নিকট অভিযোগের কপি চাওয়া; অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অভিযোগের কপি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করায় নানারকম কটুক্তি, চিৎকার, চেঁচামেচি করে তাকে হুমকি প্রদানের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক এ বিভাগের গত ১৭-১০-২০১৬ তারিখে ৪৪.০০.০০০০.০৯৪. ০২.০৭১.১৬-১২৭২ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। তিনি গত ২৮-১১-২০১৬ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৬-০৩-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় বিভাগীয় মামলাটিতে তদন্ত পরিচালিত হওয়া সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় গত ০৩-০৮-২০১৭ তারিখ জনাব মোঃ সামসুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৫ম এপিবিএন, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৮-১১-২০১৭ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে মামলাটি তদন্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন।

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটিতে এএসপি, ট্রেনিং হিসেবে কর্মকালে অধস্তন কর্মকর্তার/কর্মচারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্যারেড তদারকি করার জন্য সাদা পোশাকে প্রশিক্ষণ মাঠে উপস্থিত হয়ে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে অসহযোগীতা ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, রিসিপসন ডেস্কের সামনে ইউনিফর্মের ক্যাপ মাথা থেকে খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে, ফ্লোরে অবস্থান করে তিনি গুরুতর অপরাধ করেছেন। তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে আনীত "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ শিবলী কায়সার, এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষতা" এবং "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক তার "পদোন্নতি ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেননা।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ মাঘ, ১৪২৬/১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১২.১৮.১৫১**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, বাগেরহাট (বর্তমানে নির্বাহী প্রকোশলী, এলজিইডি, চাঁদপুর) এর বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলী, এলজিইডি, খুলনা অঞ্চল যথাক্রমে (ক) বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলা হেড কোয়াটার-ডুমুরিয়া আরএইচ ভায়া বাগেরগঞ্জ সড়ক (চেইনেজঃ ৮৬০০-১৩০০ মিঃ) মেরামত কাজ বাস্তবায়নে অনিয়ম, (খ) বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলা হেড কোয়াটার-ডুমুরিয়া আরএইচ ভায়া বাগেরগঞ্জ সড়ক (চেইনেজঃ ৮৬০০-১৩০০ মিঃ) মেরামত কাজের চেইনেজ ৮৬০০ মিঃ হতে ৯৭০০ মিঃ-এ কাপের্টিং এর পুরুত্ব ২৫ মিঃমিঃ এর স্থলে ১৬ মিঃমিঃ-২৮ মিঃমিঃ অর্থাৎ গড়ে ২২ মিঃমিঃ করা হয়েছে, পাথরের গ্রেডেশন ও মান যথাযথ না হওয়ায় সারফেস অমসৃণ হয়েছে, (গ) চেইনেজঃ ৯২০০ থেকে ৯৪০০ মিঃ পর্যন্ত রাস্তা অনেক স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর ফলে যানবাহন চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং (ঘ) গত ২৫-০৬-২০১৮ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলী, এলজিইডি, খুলনা অঞ্চল, খুলনা ও উক্ত দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সড়কটি পরিদর্শন করে ত্রুটিপূর্ণ কাজ সংশোধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত ত্রুটিপূর্ণ কাজসমূহ সংশোধন করেননি মর্মে অভিযোগ করেছেন। এছাড়াও বর্ণিত ত্রুটিসমূহ সংশোধন না করেই ৬৫,০০,০০০ (পয়ষট্টি লক্ষ) টাকার আংশিক চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করেন। বর্ণিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য (১) জনাব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, যুগ্মসচিব (ম ও মু), স্থানীয় সরকার বিভাগ, (২) জনাব মোঃ আবদুস ছালাম মন্ডল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর এবং (৩) জনাব হাবিবুল আজিজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ড এম) এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা এর সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয় এবং গত ২৬-০৯-২০১৯ খ্রি: তারিখে ২১৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে তদন্ত বোর্ড তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন;

যেহেতু, তদন্ত বোর্ড এর দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অপরাধের অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, বাগেরহাট (বর্তমানে নির্বাহী প্রকোশলী, এলজিইডি, চাঁদপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অপরাধের অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ মাঘ, ১৪২৬/১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

নং **৪৬.০৬৭.০০.০০.০৩০.২০০৯-১৫৯**—যেহেতু, জনাব এ বি এম সাইফুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে এ বিভাগের ০৭-০৬-২০০৯ তারিখের শাঃ উন্নয়ন-১/বিমা/৩০/২০০৯/৩৫৬ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তার দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিভাগের ৩১-০৩-২০১০ তারিখের শাঃ উন্নয়ন-১/বিমা/৩০/২০০৯/২৩৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, এ বিভাগের উপসচিব জনাব আনোয়ার হোসেন হাওলাদার-কে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগেসমূহের মধ্যে ১, ২ ও ৪ নং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এ বি এম সাইফুল ইসলাম তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করলে এলজিইডি এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব এ, কে, এম সাহাদাত হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তাঁর দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ থাকায় প্রতিবেদন যৌক্তিক কারণে গ্রহণ না করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আবদুর রশিদ খানের নেতৃত্বে ৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তদন্ত বোর্ড ৪নং অভিযোগ ব্যতিত অন্য কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী, ৩টি তদন্ত প্রতিবেদন, রিট পিটিশন নং ৩৬৯৫/২০১০ এর আদেশ এবং সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২০১০ সাল হতে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় আছেন। সর্বশেষ ৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত বোর্ডের পেশ করা প্রতিবেদনে আনীত ১২টি অভিযোগের মধ্যে শুধুমাত্র ৪নং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক অভিযুক্ত জনাব এ বি এম সাইফুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ৪নং অভিযোগ তথা গাড়ি নং ঢাকা মেট্রো গ ১৩-৪৫৩৬টি অকেজো দেখিয়ে বিধি বর্হিভূতভাবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ, যা অসদাচরণে পর্যায়ের অপরাধ তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

সেহেতু, জনাব এ বি এম সাইফুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-কে অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসাবে পরপর ৩(তিন) বৎসর বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত শাস্তি আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হলো। একইসাথে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক সকল বকেয়া সরকারি আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০০৩.২০২০-১০৪**—যেহেতু, জনাব দেওয়ান সাইদুর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ কর্তৃক গত ০৪-০২-২০২০ তারিখ দুপুর ১২:৪৫ টায় জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিরামপুরকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতকরণ এবং প্রকাশ্যে ভদ্রলোকের জন্য সমীচিন নয় এমন শব্দ চয়ন ও প্রাণনাশের এবং সরকারি কর্তব্য পালনে হেনস্তা করার হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, তিনি আরও এ মর্মে হুমকি দেন যে, "উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যারা বিভিন্ন কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন সব অফিসারকে এক এক করে ধরবো।" এবং আগামীকালের মধ্যে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বদলি না হলে তাঁকে দেখে নেয়ার এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন; এবং

যেহেতু, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বর্তমানে কর্মস্থলে ভয়ে ও আতঙ্কে আছেন এবং বর্ণিত ঘটনার সত্যতা রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ জানিয়েছেন; এবং

যেহেতু, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ কর্তৃক সম্পাদিত এহেন কর্মকাণ্ড উপজেলা পরিষদে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা এবং ক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে যা সার্বিকভাবে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অচলাবস্থার সৃষ্টি ও জনস্বার্থ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশংকাসহ অন্যান্য উপজেলা পরিষদে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে; এবং

যেহেতু, জনাব দেওয়ান সাইদুর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ এর বিরুদ্ধে উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১] এর ১৩ ধারা অনুসারে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, তার এ পদে বহাল থেকে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা রাষ্ট্র বা পরিষদের স্বার্থের হানিকর;

সেহেতু, সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১] এর ১৩খ ধারা অনুসারে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব দেওয়ান সাইদুর রহমানকে হরিরামপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো; এবং হরিরামপুর উপজেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান-১ কে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিষদের আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি জরা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।

পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩১.১৬৫.১৬-১৯০**—জনাব মোঃ আবু বকর প্রধান, পিতা-মৃত রজ্জব আলী, মাতা-মৃত ওছিমুন্নেসা, গ্রাম-নানিয়াগাড়ি, উপজেলা-পলাশবাড়ী, জেলা-গাইবান্ধা-কে সরকার পলাশবাড়ী পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ প্রদান করল। স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৬-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০৬৪.০২৮.৬১.০৪.০৭৯.২০১১-১১৯১ নং প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

০২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রশাসক পলাশবাড়ী পৌরসভার সার্বিক দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড পালন করবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা মান্নান
উপসচিব।